উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২৯ পৌষ ১৪২৮ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 14 January 2022 Friday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ http://www.uttarbangasambad.in MLD

১০ দিনে টিকা এক লাখের দোরগোড়ায়

তিনের পাতায়

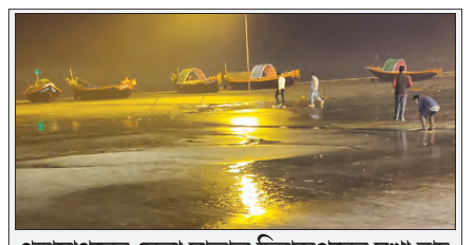

গঙ্গাসাগরের মেলা মাতাল দিনাজপুরের মুখা নাচ

চারের পাতায়

লাইনচ্যুত ট্রেন, মৃত অন্তত ৭

বগির ওপর উঠে গিয়েছে বগি। ময়নাগুড়িতে দুর্ঘটনাস্থলে চলছে উদ্ধারকাজ। (উপরে) শোকসন্তপ্ত পরিবার।–সংবাদচিত্র

বিকট শব্দ, তারপরই চিৎকার আর কান্নার রোল

শুভদীপ শর্মা

ময়নাগুড়ি, ১৩ জানুয়ারি : শীতের বিকেলে সূর্য একটু তাড়াতাড়িই অস্ত যায়। বৃহস্পতিবার বিকেলে তখন কেবল সূর্য অস্ত যাবে। অনেকে দিনের কাজ সেরে গ্রামের সরু পথ ধরে বাড়ি ফিরছিলেন। আবার কেউ কেউ মাঠে থাকা গবাদিপশু নিয়ে হাঁটা দিয়েছিলেন বাড়ির পথে। হঠাৎ একটা বিকট শব্দ। তারপরই শুধু চিৎকার আর কান্নার রোল।

বৃহস্পতিবার বিকেলটা ভুলবেন না ময়নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওভারব্রিজ সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। ঠিক সেখানেই যে উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে অন্যতম বড় ট্রেন দুর্ঘটনাটা ঘটেছে, তা এতক্ষণে অনেকেই জেনে গিয়েছেন। কিন্তু এরকম যে কিছু একটা ঘটতে পারে, ঘটনার ঠিক আগের মুহূর্তেও তা ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারেননি কেউ। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ারগামী রেললাইনের উপর বিকানের–গুয়াহাটি এক্সপ্রেসের একাধিক বগি ততক্ষণে লাইনচ্যুত। একটি বগির উপর উঠে এসেছে আরেকটি বগি। বগিগুলোর অবস্থা এমন ছিল যে সেখান থেকে কোনও যাত্রীর বাইরে বের হওয়ার উপায় ছিল না। ততক্ষণে অল্প অল্প করে ট্রেনের কাছাকাছি লোক জড়ো হতে শুরু করেছে। সেসব কামরার যেসব যাত্রীর তখনও হুঁশ রয়েছে, তাঁরা বাইরের লোক দেখে কাতরভাবে সাহায্যের আবেদন করতে থাকেন। কান্নার রোলে ততক্ষণে আকাশ–বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। ঘটনা এতটাই আকস্মিক যে অনেকে তো বুঝতেও পারছেন না, কী ঘটেছে। যাঁরা ততক্ষণে কোনও মতে ট্রেন থেকে নীচে নামতে পেরেছিলেন, তাঁরাও কী করবেন বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

স্থানীয়রা যতটা পারেন সাহায্যের জন্য হাত বাড়ান। এদিকে, খবর পৌঁছাতেই পাশেই থাকা ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের কর্মী, স্থানীয় বাসিন্দা ও পুলিশ এরপর দশের পাতায়

যাত্রীদের জলটুকুও দিতে পারিনি

কৃষ্ণ দাস

(প্রত্যক্ষদর্শী, উত্তর মৌয়ামারি)

সিনেমা, টিভিতে হয়তো এমন দৃশ্য দেখা যায়। কিন্তু চোখের সামনে যে কোনওদিন এই ঘটনা দেখতে হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। বাজার করার জন্য প্রতিদিনের মতো এদিন বিকেলেও বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম। ময়নাগুড়ি ওভারব্রিজের কিছুটা আগে বিকট একটা শব্দ শুনতে পাই। রেললাইনের দিকে চোখ গেলে একটি ট্রেনকে উলটে পড়ে যেতে দেখি। কিছুক্ষণের জন্য যেন সংবিৎ ছিল না। সংবিৎ ফিরতে ট্রেনটির সামনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকি। ততক্ষণে উলটে যাওয়া ট্রেনের বিভিন্ন বগি থেকে একের পর এক যাত্রী লাফ দিয়ে বাইরে নামার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু কী করব কিছুই মাথায় আসছিল না। গ্রামবাসীদের একাংশও ঘটনাস্থলের দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। ট্রেনের ইলেক্ট্রিক লাইন ছিঁড়ে যাওয়ায় প্রথমে সামনের দিকে এগোতে বেশ ভয়ই লাগছিল। তবে শেষপর্যন্ত ভয়ডর কাটিয়ে সবাই এগিয়ে যাই। দোমড়ানো–মোচড়ানো বগিতে ঢুকে বেশ কয়েকটি মৃতদেহ চোখে পড়ে। সবাই মিলে তিনটি মৃতদেহ বাইরে বের করে আনা হয়। আহতদেরও উদ্ধার করা হয়। তাঁরা জল চাইছিলেন। কিন্তু কী করে তা ওঁদের দেব! এলাকায় তো জলের কোনও ব্যবস্থাই নেই। ততক্ষণে ময়নাগুড়ি দমকলকেন্দ্রের কর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছেন। তাঁরা উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। আমরাও যতটা পারি তাঁদের সহযোগিতা করতে থাকি। আহতদের অনেকে তখনও দোমড়ানো–মোচড়ানো বগিগুলিতে আটকে। তাঁদের কী করে উদ্ধার করব তা মাথায় আসছিল না। তবুও বহু কষ্টে তাঁদের কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়। হাসপাতালে পাঠানো হয়।

দুঃস্বপ্নের মতো লাগছে। উদ্ধারকাজ চালাতে গিয়ে শরীর রক্তে ভরে যায়। জখমদের কয়েকজনকে উদ্ধার করে ভালো লেগেছে, আবার কয়েকজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার না করতে পারার যন্ত্রণাও কুরে কুরে খাচ্ছে। গাইসাল দুর্ঘটনার কথা শুনেছিলাম। মর্মান্তিক ওই ঘটনার মতো আরেক ঘটনার যে সাক্ষী থাকতে হবে তা ভাবতেও পারিনি। আর কোনওদিন এমন ঘটনার মুখোমুখি হতে চাই না। অনুলিখন— অভিরূপ দে

বেলাইন ১০টি বগি, শোক প্রকাশ মোদি-মমতার

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৩ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার বিকেলে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল আপ গুয়াহাটি–বিকানের এক্সপ্রেস। জলপাইগুড়ির তিস্তা ব্রিজ পেরিয়েই, নিউ দোমোহনি স্টেশন এবং ময়নাগুড়ির মাঝামাঝি। দারিভিজা এলাকায়।

লাইনে ত্রুটির কারণে ট্রেনের অন্তত ১০টি বগি বেলাইন হয়ে যায়। ছয়টি বগির মারাত্মক ক্ষতি হয়। ওই বগিগুলির যাত্রীদের মধ্যে অন্তত সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলেই অন্তত পাঁচজনের মৃত্যু হয়।

হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই আরও দুজন মারা যান।

সূত্রের খবর, শতাধিক যাত্রী আহত হয়েছেন দুর্ঘটনায়। তাঁদের মধ্যে ৪০ জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা হাসপাতালে ২৪ জন ও ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ১৬ জন ভর্তি রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনের যাত্রীদের কাছ থেকেই জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দোমোহনি পেরিয়ে বিকেল ৪.৪৫ মিনিট নাগাদ দারিভিজা এলাকায় গুয়াহাটিগামী বিকানের এক্সপ্রেস নিউ কোচবিহারের দিকে ছুটছিল। হঠাৎই প্রচণ্ড ঝাঁকুনি অনুভব করেন যাত্রীরা। কিছু বোঝার আগেই বিকট শব্দে একের পর এক ট্রেনের বগিগুলি লাইন থেকে ছিটকে পড়ে। প্রচণ্ড শব্দ আর আর্তচিৎকারে দারিভিজার গ্রামের মানুষ ছুটে আসেন। তাঁরাই প্রথম উদ্ধারকাজে হাত লাগান। নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার ও নিউ জলপাইগুড়ি থেকে রেলের পদস্থ কর্তারা, রিলিফ ট্রেন ও প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হন।

ডায়ালিসিস্ ?
রাত বিরাতে আর নয়
এখন দিনের দিনেই বাড়ি
DESUN HOSPITAL SILIGURI
90 5171 5171

প্রাথমিকভাবে রেলমন্ত্রক জানিয়েছে, সম্ভবত শীতকালে লাইনে ত্রুটির কারণেই এই দুর্ঘটনা। দুর্ঘটনার সময় ট্রেনের গতিবেগ ছিল ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। তবে, প্রত্যক্ষদর্শীদের ধারণা, ট্রেনের গতিবেগ আরও অনেক বেশি ছিল বলেই দুর্ঘটনা এত ভয়ংকর আকার নিয়েছে।

দুর্ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ঘটনার খবর পেয়েই মুখ্যমন্ত্রী মমতা টুইট করে গভীর শোকপ্রকাশ করেন। গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'ডিএম, এসপি ও উত্তরবঙ্গের আইজি উদ্ধারকাজ পরিচালনা করছেন। আহতদের যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কলকাতা থেকে গোটা বিষয়টিতে নজর রাখা হচ্ছে।' দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণ শুক্রবারই ঘটনাস্থলে আসছেন।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বৃহস্পতিবার রাতেই ঘটনাস্থলে যান প্রাক্তন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। তিনি বলেন, 'যাঁরা জখম হয়েছেন তাঁদের দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। মুখ্যমন্ত্রীর তরফ থেকে নির্দেশ এসেছিল যাতে পুরো বিষয়টি ঘটনাস্থলে গিয়ে মনিটরিং করা হয়, সেই কারণেই আমি ঘটনাস্থলে এসেছি।'

এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেখা গেল, ট্রেনের ইঞ্জিনটি লাইনচ্যুত। এরপর ইঞ্জিনের পর লাগেজ ভ্যানটি কাত হয়ে পড়েছে। এরপর দুটি অসংরক্ষিত কামরা সম্পূর্ণ উলটে গিয়েছে। দুটি অসংরক্ষিত কামরার পরে থেকে সংরক্ষিত কামরা এস১২, এস১১, এস১০, এস৯ সম্পূর্ণ উলটে গিয়েছে। দুর্ঘটনার ফলে এস১০ কামরাটির কিছুটা এস১১ কামরার মধ্যে ঢুকে যায়। সেখানেই আটকে পড়েন বেশ কয়েকজন যাত্রী। ঘটনার প্রায় তিন ঘণ্টা পর আটকে থাকা দুই যাত্রীকে উদ্ধার করে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তাঁদের দুজনের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।

ট্রেনের এস১০ কামরার ১৭ সিটের যাত্রী রাজস্থানের বাসিন্দা সাধু রামের কথায়, 'সকলেই আমরা কামরার মধ্যে গল্পে মশগুল ছিলাম। সেই সময় ট্রেনের গতিবেগ যথেষ্টই ছিল। আচমকাই বিকট শব্দ হল। তারপরই জোরে ঝাঁকুনি খেতে শুরু করল কামরাটা। কিছু বুঝে ওঠার আগে ট্রেনের ভেতর সবকিছু ওলট–পালট হয়ে গেল। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখলাম আমাদের বগিটি লাইনের পাশে কাত হয়ে রয়েছে। সামনের বগির ভিতরে আমাদের বগির কিছুটা ঢুকে রয়েছে। সেখানে কিছু মানুষ আটকে চিৎকার করছেন। কয়েকজন আমাকে ধরে অ্যাম্বুল্যান্সে তুলে দিল।'

দুর্ঘটনার জেরে এদিন উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস বাতিল করা হয়েছে। বিকেলের পর এনজেপি থেকে গুয়াহাটিগামী নয়টি ট্রেন ঘুরপথে চালানো হয়েছে। এনজেপি থেকে ময়নাগুড়ি লাইনের বদলে সেবক, নিউ মাল, এরপর দশের পাতায়

বিহার যোগের সম্ভাবনা

ডাকাতির পর মদ বিলি দুষ্কৃতী দলের

সৌরভকুমার মিশ্র ● হরিশ্চন্দ্রপুর

১৩ জানুয়ারি : পিস্তল–বন্দুক নিয়ে বারে ডাকাতি করতে এসেছিল দুষ্কৃতীরা। তবে শুধু নগদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকেনি, দোকান থেকে দামি মদের বোতল নিয়ে চম্পট দেয় ডাকাত দল। সেসময় দোকানের সামনে থাকা খদ্দেরদের অবাক করে তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েক বোতল মদ বিলিয়ে যায় ওই দুষ্কৃতী দলটি।

হরিশ্চন্দ্রপুর থানা থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে সরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত বার ও মদের দোকানের কাউন্টারে পিস্তল নিয়ে হামলা চালায় চার দুষ্কৃতী। দোকানের কর্মচারীদের মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে প্রায় চার লক্ষ টাকা সহ দামি মদের বোতল নিয়ে চম্পট দেয়। যাওয়ার সময় তারা তিন রাউন্ড গুলি চালায় বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুরে। উদ্বিগ্ন ব্যবসায়ী মহল। অবিলম্বে ডাকাতদের গ্রেপ্তার না করা হলে জেলাজুড়ে আন্দোলনে নামার হুমকি দিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। যদিও ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ তৎপরতার সঙ্গে তদন্ত শুরু করেছে। বিহার সীমান্তবর্তী বিভিন্ন আউটপোস্ট ও চেকপোস্টে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। বিহার ও ঝাড়খণ্ড পুলিশও দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে বলে জানা গিয়েছে।

ডাকাতির ঘটনার সমস্তটাই ধরা পড়েছে দোকানের সিসিটিভি ফুটেজে। সেই ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ফুটেছে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, কয়েকজন মুখ ঢাকা দুষ্কৃতী পিস্তল উঁচিয়ে কাউন্টারের ভিতরে ঢুকে পড়েছে। ক্যাশবাক্স ভেঙে টাকা নিজেদের পকেট ভরছে। দামি মদের বোতল জানালা দিয়ে বাইরে থাকা সঙ্গীদের দিকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। এমনকি কাউন্টারে উপস্থিত খদ্দেরদের মধ্যেও মদের বোতল ঢালাও বিলি করছে তারা।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত দোকানের কর্মচারী সুব্রত দাস জানান, 'গতকাল রাত আটটা নাগাদ লোডশেডিং হয়। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। ওই সময় কয়েকজন কাউন্টারের দরজা খুলে ভিতরে চলে আসে। এরপর দশের পাতায়

সিসিটিভি ফুটেজে ধরা দিয়েছে ডাকাতির ঘটনা।

রক্ষীকে ধাক্কা দিয়ে আদালত থেকে ফেরার বাংলাদেশি

হরষিত সিংহ ● মালদা

১৩ জানুয়ারি : আদালতে শৌচাগারে যাওয়ার নাম করে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ফিল্মি কায়দায় পালিয়ে গেল বিচারাধীন এক বাংলাদেশি বন্দি। বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন এক এনভিএফ কর্মী। তাঁকে মারধর করে আদালত থেকে পালিয়ে যায় ওই বাংলাদেশি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় জেলা আদালত চত্বরে। এই ঘটনায় পুলিশের দায়িত্ব ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আইনজীবীদের একাংশও নিরাপত্তার দুর্বলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এর আগেও জেলা আদালত থেকে আসামি পালানোর ঘটনা ঘটেছে। বারবার আদালত চত্বর থেকে পুলিশের হেপাজতে থাকা বন্দি পালানোর ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি তুলেছেন আদালতের আইনজীবীদের একাংশ।

আদালতে পুলিশি হেপাজত থেকে বন্দি পালানোর ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই

বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ

এই আদালত চত্বর থেকে পালায় বাংলাদেশি বন্দি।–সংবাদচিত্র

তৎপর হয়েছে পুলিশ। পুলিশের তরফে জেলা জুড়ে নাকা চেকিং ও তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। জেলার সমস্ত থানাকে সতর্ক করা হয়েছে। যদিও সন্ধে পর্যন্ত পলাতক বন্দির হদিস পায়নি পুলিশ। পুলিশ সুপার অমিতাভ মাইতি বলেন, 'বন্দি পালানোর ঘটনা ঘটেছে। বন্দির সঙ্গে একজন এনভিএফ কর্মী ছিলেন। জেলার সমস্ত থানা এলাকায় নজরদারি চালাতে বলা হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা করা হবে। এই ঘটনা নিয়ে বিভাগীয় তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কোথাও কোনও গাফিলতি ছিল কি না তা তদন্ত করে দেখা হবে।'

আদালত ও পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, পলাতক বন্দির নাম তারিক শেখ (৩০) ওরফে সফিকুল ইসলাম। বাড়ি বাংলাদেশে। ২০২১ সালের ২৩ জানুয়ারি কালিয়াচক থানার সুজাপুর এলাকায় একটি ব্যাংকের সামনে থেকে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে। ব্যাংকে ডাকাতির জন্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশ তার বিরুদ্ধে ডাকাতির চেষ্টার মামলা রুজু করে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৯৯ (ডাকাতি করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া) ও ৪০২ (ডাকাতির উদ্দেশ্য একত্রিত হওয়া) ধারায় মামলা হয়। এরপর দশের পাতায়

খুন্তি হাতে পথে ক্যাটারাররা

দীপঙ্কর মিত্র ● রায়গঞ্জ

১৩ জানুয়ারি : দু'বছর ধরে ক্ষতি ক্যাটারিং ব্যবসায়। গোটা রাজ্যের সঙ্গে ক্ষতির মুখে উত্তর দিনাজপুরের ক্যাটারিং ব্যবসায়ীরাও। করোনার তৃতীয় ঢেউ শুরু হতেই রাজ্য সরকার অনুষ্ঠানবাড়িতে আমন্ত্রিতের সংখ্যা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সেই নির্দেশকা অনুযায়ী কোনও অনুষ্ঠানে ৫০ জনের বেশি আমন্ত্রণ জানানো যাবে না। সরকারি এই নির্দেশিকার বিরুদ্ধে এবার পথে নামল রায়গঞ্জের ৩২টি ক্যাটারার সংস্থা। রায়গঞ্জ মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুর ক্যাটারার্স ইউনিয়নের কয়েকশো সদস্য মিছিল করে ঘড়ি মোড়ে এসে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, ৫০ জন নয়, সরকারকে কোনও অনুষ্ঠান ভবনের মোট আসনের ৫০ শতাংশ আমন্ত্রণের অনুমতি দিতে হবে। পুলিশের তরফে ক্যাটারারদের দাবির ব্যাপারে আলোচনার

আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়।

উত্তর দিনাজপুর ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুজয় নন্দী বলেন, 'আমাদের মাঘ–ফাল্গুনের ব্যবসা প্রায় শেষের মুখে। মূলত অগ্রহায়ণ, মাঘ, ফাল্গুন ও বৈশাখ মাসে ক্যাটারিং–এর ব্যবসা ভালো হয়। বাকি আট মাস তেমন কাজ থাকে না। সরকারি নির্দেশিকা মেনে এখন বাজারহাট, বাস, ট্রেন, জলসা, মেলা, খেলা সব চালু আছে। শুধু অনুষ্ঠান বাড়ির ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া হয়েছে ৫০ জন। ভবনের সিট ক্যাপাসিটি অনুযায়ী ৫০ শতাংশ মানুষকে যদি আমন্ত্রণ জানানো হয় তাতে সমস্যা কোথায়? আমাদের প্রশ্ন, রাজনৈতিক দলগুলি যখন ২০০ লোকের সভা করছে, তখন অনুষ্ঠান ভবনে কেন ২০০ লোককে আমন্ত্রণ করে খাওয়ানো যাবে না? সরকারি নির্দেশিকার এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে আমরা রাস্তায় নেমেছি। রাজ্যে প্রচুর ক্যাটারিং–এর সংস্থা রয়েছে। কিন্তু তারা এখনও একত্রিত হয়নি। আমাদের আন্দোলন দেখে আগামীতে তারাও আন্দোলনে নামবে।' এরপর দশের পাতায়